UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

মার্চ-এপ্রিল ২০১৫ March-April 2015

২৮তম বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা Volume-XXVIII, No. III & IV

এস ডি জি লক্ষ্যমাত্রা : ১

সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান

২০১৫-পরবর্তী

২০১৪ সালের আগস্ট মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে উপস্থাপিত স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সংক্রান্ত পরিষদের উন্মুক্ত কার্যগ্রুপের রিপোর্টে স্থিতিশীল উন্নয়ন বিষয়ে ব্যাপক বিস্তৃত বিষয় সংবলিত ১৬৯টি লক্ষ্যসহ ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। নিউজ লেটারের চলতি সংখ্যায় স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রস্তাবিত লক্ষ্যগুলোর প্রতি গভীর মনোযোগ দেয়া হয়েছে।

একগুচ্ছ স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যের (এসডিজি) বিষয়ে মতৈক্যে উপনীত হওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানরা ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সমবেত হবেন। সদস্য দেশগুলোর উন্মুক্ত কার্যগ্রুপের (ওডব্লুউজি) প্রস্তাবিত প্রথম এসডিজির প্রথম লক্ষ্যমাত্রা হলো ২০৩০ সালের মধ্যে 'সর্বত্র সব মানুষের হতদরিদ্রদশা দূর করা।' দ্বিতীয় লক্ষ্যমাত্রা হলো জাতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করা মানুষের সংখ্যা অন্তত অর্ধেক কমিয়ে আনা। বিশ্বের অগ্রগতির জন্য এগুলো মহৎ ও ঐতিহাসিক লক্ষ্যমাত্রা—এগুলো তালিকার পুরোভাগে স্থান পাওয়ার দাবি রাখে। একই সঙ্গে এ দুটি লক্ষ্যমাত্রা ওডব্লুউজি প্রস্তাবিত ১৬৯টির মধ্যে অধিকাংশ লক্ষ্যের বিষয়গুলোকে এমনভাবে তুলে ধরে যা হলো আমরা কীভাবে পরিমাপ করবো এবং তা আপাত যথার্থ কিনা?

প্রশ্ন দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। পরিমাপের চ্যালেঞ্জ আমরা যেভাবে সমাধান করবো তার একটা গভীর অভিঘাত পড়বে লক্ষ্যমাত্রাগুলোর উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা এবং লক্ষ্যমাত্রাগুলো পূরণ হওয়ার সম্ভাবনার ওপর। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য সীমারেখা বারংবার উর্ধ্বমুখী সংশোধন করা হয় এবং এমন করার যথার্থ কারণ রয়েছে। তবে এ দৃষ্টিভঙ্গির এমন সম্ভাবনার ঝুঁকি রয়েছে যে, সুষম উন্নয়ন অগ্রগতিতে দারিদ্র্য হ্রাস পাবে না। কারণ দারিদ্র্য সীমারেখারও সচলতা থাকে। ওডব্লুউজি অনুযায়ী, হতদরিদ্রদশা 'বর্তমানে নিরূপিত হয় দিনে ১ দশমিক ২৫ ডলারের কমে জীবনধারণ করা লোকদের ভিত্তিতে' যদিও দীর্ঘকালের জন্য এ ভিত্তিতে পরিমাপ হওয়ার সমভাবনা নেই। বিশ্বব্যাংক সদর দপ্তরের অভ্যন্তরে (সদর্থে) একটি গ্রুপ চক্র 'সরকারি' হতদারিদ্র্য সীমারেখা ও তার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা হিসাব করে। তারা একটি সংশোধনী নিয়ে কাজ করছেন যার একটা নাটকীয় অভিঘাত পড়তে পারে 'হতদরিদ্র সীমারেখা' হিসেবে ঘোষিত ডলারের নিরিখে ভোগের অঙ্ক এবং তার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যার ওপর। আগে, বিশ্বব্যাংক বিশ্বের

আইপিইউ প্রেসিডেন্ট সাবের হোসেন চৌধুরী আইপিইউ সম্মেলনে এমডিজি বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন

যে হতদরিদ্র সীমারেখা নির্ধারণ করত তার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের দরিদ্র্যতম দেশগুলোর জাতীয় দারিদ্র্য সীমারেখার মূল্য তুলে ধরা। ১৯৯০ সালের 'দিনে ডলারের' হিসেবে জীবন নির্বাহের দারিদ্র্য সীমারেখা ছিল মূলত সে সময়ের 'স্বল্প আয়ের দেশগুলোর বৈশিষ্ট্যসূচক যা দেশগুলোতে একই পণ্য ও সেবার বিভিন্ন মূল্য তুলে ধরার লক্ষ্যে বিনিময় হারে রূপান্তরিত করে বিশ্বের ১৫টি দরিদ্রতম দেশের সর্বশেষ প্রাপ্ত গড় দারিদ্র্য সীমারেখার সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের জন্য হালনাগাদ করা হতো।

বিশ্বব্যাংক আরো সাম্প্রতিক জাতীয় দারিদ্র্য সীমারেখা এবং ২০১১ সালের বিশ্ব মূল্য জরিপ থেকে নেয়া উপাত্তের ভিত্তিতে একটি নতুন বিশ্ব সীমারেখা এবং দারিদ্র্যের অন্যান্য সংখ্যা প্রস্তাবের পক্রিয়ায় রয়েছে। এ সময়ের মধ্যে বিশ্বব্যাংক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে, সংখ্যাগুলো প্রকাশ করার জন্য তৈরি রয়েছে— যে প্রক্রিয়ায় ইতোপূর্বে সর্বোচ্চ দু'বছর পর্যন্ত সময় লেগেছে। আর হতদরিদ্র সীমারেখা হতে পারে দিনে ১ দশমিক ৭৫ ডলার বা তার বেশি। অবশ্য নতুন উপাত্তে দেখা যায় যে, দরিদ্র দেশগুলোতে পণ্যমূল্য আমাদের ধারণার চেয়ে কম। এতে মনে হয় যে, দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করা লোকের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে এক-তৃতীয়াংশ কমে যাবে (পুরনো মূল্য উপাত্ত ও দারিদ্র্য সীমারেখা অনুযায়ী ২০১০ সালের ১২০ কোটি থেকে ব্রুকিং ইনস্টিটিউশনের দেয়া নতুন উপাত্তের ভিত্তিতে হিসাব করা সংখ্যায় ৯০ কোটির নিচে চলে আসবে)।

একটি বিষয় পরিষ্কার: ২০৩০ সালের মধ্যে আমরা যদি 'সর্বত্র সব মানুষের হতদরিদ্রদশার অবসান ঘটাতে চাই, তাহলে বিশ্বব্যাংক যে দৃষ্টিভঙ্গি অতীতে ব্যবহার করেছে তার পরিবর্তে বিশ্বের হতদরিদ্র সীমারেখা নির্ধারণে আমাদের পুরোপুরি ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করতে হবে।

কল্পনা করুন যে, আমরা ২০৩০ সালে রয়েছি এবং বিশ্বের ১৫টি দরিদ্রতম দেশের জাতীয় দারিদ্র্য সীমারেখা দেখছি। এসব দেশকে তাদের অত্যন্ত দরিদ্রতম নাগরিকদের ভোগের নিচের পর্যায়ে বসানোর সম্ভাবনা কতোটা হতে পারে? তাদের অবস্থান এতো নিচে নির্ধারণ করা ঠিক নয়। যদি এমন ধারণা করা হয় যে, অত্যন্ত আশাপ্রদভাবে এসব দেশের গড় আয় এখনো এমন যে, যা আজকের ইউরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দরিদ্রতম লোকদের গড় আয়ের ভগ্নাংশ হবে তাহলে সেসব দেশে কোনো দরিদ্র নেই বলে ঘোষণা করাও হবে নিছক হাস্যকর। কয়েকটি দেশের অত্যন্ত সাম্প্রতিক দারিদ্র্য সীমারেখা অনুযায়ী, হতদরিদ্র্যের যে কোনো আন্তর্জার্তিক সংজ্ঞায়ই বৈশ্বিক 'হতদরিদ্র' সীমারেখা নির্ধারণে ব্যবহৃত। দেশগুলোর জাতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করা সব লোকসহ বিশ্বে বরাবরই দরিদ্রজন থাকবে। এ থেকে মনে হয় যে, বিশ্বব্যাংকের বর্তমান পদ্ধতি ব্যবহার করে শূন্য দারিদ্র্যের লক্ষ্য কখনো পূরণ হওয়ার নয়। ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডায় বৈশ্বিক দারিদ্র্যের শূন্য লক্ষ্য স্থির করতে গেলে তা হতে হবে প্রকৃত লক্ষ্য এবং তা জাতীয় দারিদ্র্য সীমারেখার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে নির্ধারণ করা হবে না, আর নতুন বৈশ্বিক দারিদ্র্য সীমারেখা নির্ধারণের প্রক্রিয়া হতে হবে উন্মুক্ত, স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক। আয় ও ভোগের বৈশ্বিক পর্যায় নিরূপণে বিশ্ব ব্যাংক যে উপাত্ত

ব্যবহার করছে তা বছরের পর বছর গোপন রাখা হয়েছে। আয় ও মূল্য জরিপ থেকে কখন ও কীভাবে উপাত্ত সন্নিবেশ করা হবে সে সিদ্ধান্ত ব্যাংক গ্রহণ করে এবং দারিদ্র্য সীমারেখা হিসেবে পদ্ধতিও তা পছন্দ অনুযায়ী ঠিক করে নেয়। স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তার ভিত্তি হিসেবে উপাত্ত বিপ্লব প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিশ্বের দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর কী 'দারিদ্র্য বলতে কী বোঝায়' তাঁর সংজ্ঞা নির্ধারণে কিছু উপকরণ দেয়ার মতো নেই? প্রক্রিয়াটিও জরুরি, তবুও ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে এই লক্ষ্য আমরা নির্ধারণ করব।

একটা নিশ্চিত পর্যায়ের নিচে প্রকৃত দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্যমাত্রা কি আমরা পূরণ করতে পারবো? কয়েকজন বিশ্লেষক অবশ্য পুরনো মূল্য ও দারিদ্র্যের সংখ্যা ব্যবহার করে দিনে ১ দশমিক ২৫ ডলারের দারিদ্র্য সীমারেখা মুছে ফেলার সম্ভাবনা হিসাব করার উদ্যোগ নিয়েছেন। আগামী ১৫ বছর দরিদ্রতম দেশগুলেতে জোরালো প্রবৃদ্ধি হলে এবং সেসব দেশ দ্রুত হ্রাসমান অসমতা প্রত্যক্ষ করলে ২০৩০ সাল নাগাদ জনসংখ্যার শতকরা ২ ভাগের মতো সামান্য একটা অংশ দিনে ১ দশমিক ২৫ ডলারের নিচে দিনাতিপাতের মতো অবস্থায় থেকে যেতে পারে। অবশ্য প্রতিটি দরিদ্র দেশ আগামী ১৫ বছর দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও হ্রাসমান অসমতা প্রত্যক্ষ করবে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করার আশা সুদূরপরাহত—

এগুলোর কোনো কোনো দেশ অপশাসন, পণ্যের কম মূল্য বা গণআন্দোলনের কবলে পড়তে পারে, যা অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। ফলে প্রকৃত সংখ্যা হবে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এরপরও স্থানান্তরের মাধ্যমে এই ব্যবধান উতরানো যেতে পারে—তা হলো যেসব পরিবার দিনে ১ দশমিক ২৫ ডলারের নিচে গড় আয় দেখতে পায়, তাদের কেবল অর্থ দেয়ার মাধ্যমে এটা হতে পারে। অবশ্য দরিদ্রের সংজ্ঞা মৌসুম, আবহাওয়া, স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ, সহিংসতার বিস্তার ও কেবল দুর্ভাগ্যের কারণে সময়ের বিবর্তনে দ্রুত বদলে যায়। অল্প কয়েক বছর পরপর বর্তমানে যে প্রতিনিধিত্বমূলক জরিপ চালানো হয় তার পরিবর্তে বৈশ্বিক ভোগের ১ দশমিক ২৫ ডলারের একটি নিম্নতম মাত্রা বজায় রাখা হলে সমগ্র বিশ্ব জনসংখ্যাকে আওতায় নিয়ে এক বছর চালানো অনেক জরিপকেই তা ঝুঁকিতে ফেলে দেবে।

নির্ভুলভাবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত কর্মসূচির চেয়ে সেই কর্মসূচি আপাতদৃষ্টিতে বেশি যথার্থ, যা দিনে ১ দশমিক ২৫ ডলারের নিচে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকা অনেক বড় একটি গ্রুপকে সহায়তা দেয়। তবে তা অবশ্য মূল্য হার বাড়িয়ে দেবে। আমাদের তখন অর্থ স্থানান্তরের একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে: মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থার দ্রুত বিস্তার ঘটলেও বিশ্বের অধিকাংশ দরিদ্রজনের ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সুযোগ এখনো নেই। একথা বলা হচ্ছে না যে, ২০৩০ সাল নাগাদ হতদারিদ্র্য দশার অবসান ঘটানো অসম্ভব, তবে এজন্য বিস্তর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বস্তুত, আমরা যে, 'হতদরিদ্রদশা' আপাতদৃষ্টিতে যথার্থভাবে দূর করতে পারব, তার একটি সংজ্ঞার ব্যাপারেও আমরা একমত হতে পারিনি।

ইতোমধ্যে প্রতিটি দেশে জাতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসরত জনগণের সংখ্যা অন্তত অর্ধেক কমিয়ে আনার দ্বিতীয় দারিদ্র্য মোচন লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে পরিমাপের অনুরূপ একটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যদিও তা কম মারাত্মক। এসব সংজ্ঞা কীভাবে নির্ধারণ করা হয় দেশভেদে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারতম্য রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, সংখ্যা বলতে সময়ের বিবর্তনে (মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করা) একই আয়ের প্রতিফলন বুঝানো হয়। অবশ্য অন্য অনেক দেশে দারিদ্র্য সীমারেখা

বাকি অংশ ৬নং পৃষ্ঠায়

জাতিসংঘ মহাসচিবের যুব বিষয়ক দূত আহমেদ আলহেজন্দডিয়ি ইউকোসক যুব ফোরাম ২০১৫-তে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার রূপান্তর বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

এসকাপ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জরিপ ২০১৫ প্রকাশ

১৪ এপ্রিল ২০১৫

গত ১৪ এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলন ও মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে এসকাপ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জরিপ ২০১৫ প্রকাশিত হয়। ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী অফিস যৌথভাবে এসকাপের সহযোগিতায় রিপোর্টটি প্রকাশ করে। প্রকাশনা অনুষ্ঠানের শুরুতে এসকাপ-এর নির্বাহী পরিচালক ড. শামশাদ আক্তার প্রদত্ত একটি ভিডিও বাণী প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে রির্সোস পারসন হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর মহাপরিচালক ড. কে. এ. এস মুর্শিদ, ইউএনডিপির কান্ট্রি ডিরেক্টর মিস পলিন থেমাসিস এবং এসকাপের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ড. সৈয়দ নুরুজ্জামান। ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। অনুষ্ঠানে গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ প্রশ্নোত্তরপর্বে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও অর্থনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজ, গবেষক, যুব প্রতিনিধি এবং শিক্ষাবিদবৃন্দ মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

এসকাপ অর্থনৈতিক ও সামাজিক রিপোর্ট ২০১৫ অবমুক্ত করা হচ্ছে

রিপোর্ট প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত গণমাধ্যম ও অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ

অটিস্টিক শিশুদের অংশগ্রহণে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন

৫ এপ্রিল ২০১৫

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ প্রতিবন্ধি ফাউন্ডেশন যৌথভাবে অটিস্টিক আক্রান্ত শিশুদের অংশগ্রহণে বিপিএফ অডিটোরিয়ামে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্র প্রদর্শনী এবং আলোচনা সভার আয়োজন করে। উদ্বোধনী বক্তব্যে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান অটিস্টিক সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণে নীতিপ্রণেতা এবং স্বেচ্ছাসেবা সংগঠনসমূহকে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানান। বিপিএফ-এর নিবার্হী পরিচালক ডা. শামিম ফেরদৌস-এর সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের পরিচালক (কমিউনিকেশন) কাজী আলী রেজা প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। বক্তাগণ তাদের বক্তব্যে অটিজম সমস্যার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং এর সচেতনতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অটিজম আক্রান্ত শিশুদের অংশগ্রহণে নৃত্যানুষ্ঠান এবং সঙ্গীত পর্ব অনুষ্ঠিত হয় যেখানে দুই শতাধিক শিশু, অভিভাবক, শিক্ষক এবং অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

অটিজম দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এম. মনিরুজ্জামান

অনুষ্ঠনে উপস্থিত অটিস্টিক শিশুসহ অন্যান্য অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

জ্ঞান বৈষম্য হ্রাসকরণ : স্কুল পর্যায়ে জাতিসংঘ ও তথ্য সাক্ষরতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ

১৮ এপ্রিল ২০১৫

ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং সেন্টার ফর ইনফরমেশন স্ট্যাডিজ যৌথভাবে ১৭ ও ১৮ এপ্রিল সাভার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে জাতিসংঘ ও তথ্য সাক্ষরতা বিষয়ে দুইদিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। স্কুলের ৪০ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণে সাভার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা প্রদান করেন। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিশেষ অতিথি হিসেবে সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি তার বক্তব্যে জ্ঞান বৈষম্য হ্রাসকরণ এবং বিভিন্ন স্তরের জাতিসংঘ তথ্য সেবার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এটি ছিল স্কুল ছাত্রীদের সক্ষমতা তৈরির জন্য দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের রিসোর্স পারসনস ছিলেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের পরিচালক (যোগাযোগ) কাজী আলী রেজা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মেজবাহ-উল-ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডজাঙ্কট ফ্যাকাল্টি জনাব মিনহাজ উদ্দিন আহমেদ, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান এবং কয়েকজন ছাত্রী। সমাপনী অনুষ্ঠানে সকল প্রশিক্ষণার্থীকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

অংশগ্রহণকারী একজন প্রশিক্ষণার্থী তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছেন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত

৮ মার্চ ২০১৫

'নারীর ক্ষমতায়ন, মানবতার উন্নয়ন' এই প্রতিপাদ্যকে তুলে ধরে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মডেল ইউনাইটেড নেশনস্ যৌথভাবে তথ্য কেন্দ্রের সভাকক্ষে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৫ উপলক্ষে এক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত এই আলোচনার বিষয়বস্তুগুলো ছিল কমিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অব উইমেন (সিএসডব্লিউ), বেইজিং+২০, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অবদান, নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, পরিবার হতে সঠিক অধিকারের চর্চা, নীতি শিক্ষা, গণমাধ্যম এবং সোশ্যাল মিডিয়ার সঠিক ব্যবহার। ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান আলোচনাটি সঞ্চালন করেন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মডেল ইউনাইটেড নেশনস অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি এম জে সোহেল, যুব সংগঠক মো. মামুন মিয়া এবং সাংবাদিক সাজিদ রাজু। আলোচনার শুরুতে দিবসটি উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব প্রদত্ত একটি ভিডিও দেখানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং তরুণ প্রতিনিধিগণ এই আলোচনায় তাদের মতামত তুলে ধরেন।

নারী দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীগণ

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপ ছবি

৩নং পৃষ্ঠার পর

সুস্পষ্ট বা কার্যকরভাবে একটি আপেক্ষিক সীমারেখা। গড় আয় বাড়লে তার নিচে যাদের আয় তাদের দরিদ্র হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ঐসব দেশে দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা জনগণের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার কাজটি নাটকীয়ভাবে অসমতা হ্রাসের মাধ্যমে সম্পাদিত হতে পারে।

বিশ্বজুড়ে দেশগুলোর ভেতর অসমতা বেড়ে চলেছে বলে এটা খারাপ কিছু নয় এবং এই প্রবণতার মোড় আমাদের ঘুরিয়ে দিতে হবে। আপেক্ষিক দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে বসবাসরত লোকদের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার জন্য অসমতা হ্রাসের যে মাত্রা প্রয়োজন তা অধিকাংশ (বা এমনকি অনেক) দেশে আপাতদৃষ্টিতে যথার্থ বলে দেখানোর কাজটি অবশ্য এখনো করা হয়নি। সবশেষে আমরা চাইব যে, এসডিজি যা উৎসাহিত করবে তা হলো, জাতীর দারিদ্র্য সীমারেখার 'প্রতিবন্ধকতা কমিয়ে আনা' যার মাধ্যমে দেশগুলো তাদের সরকারি দারিদ্র্য সীমারেখাকে কালক্রমে নিয়মিতভাবে গড় আয়ের একটি ক্ষুদ্রতর অনুপাতে পরিণত করার মধ্য দিয়ে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করবে। এটা দেশ পর্যায়ে প্রতিটি দেশে নিচের শতকরা ৪০ ভাগ ও উপরের শতকরা ১০ ভাগের মধ্যকার ব্যবধান শতকরা ২৫ ভাগ কমানো বা মধ্য আয় ও নিম্ন আয়ের মধ্যে ব্যবধান এক-তৃতীয়াংশ কমানোর আপেক্ষিক লক্ষ্যমাত্রা যেটাই হোক না কেন তা দেশ পর্যায়ে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণের সুস্পষ্ট সুবিধা তুলে ধরে।

অতএব, স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর প্রথমটির প্রথম দুটি লক্ষ্যমাত্রার জন্য ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরের আগে যথেষ্ট কাজ করতে হবে। লক্ষ্য বা Goal নির্ধারণ করার আগে গোলপোস্ট নির্ধারণ করতে হবে।

নিবন্ধকার

চার্লস কেনি

ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্ব উন্নয়ন কেন্দ্রের সিনিয়র ফেলো

বাকি অংশ ৬নং পৃষ্ঠায়

এম ডি জি লক্ষ্য মাত্রা : ২

পুষ্টি, কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থার নতুন নতুন পথ সৃষ্টি

—আন্না লার্টে

মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো (এমডিজি) যে গতির সূচনা করেছে তার ওপর নির্ভর করা এবং সেই গতি আরো জোরদার করার লক্ষ্যে ২০১৫ সাল বিশ্ব উন্নয়ন সম্প্রদায়ের জন্য এক অনবদ্য সুযোগ নিয়ে এসেছে।

অর্জিত অগ্রগতির ওপর নির্ভর করা

২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা চালু করার উদ্দেশ্যে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে যে সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে তা অগ্রগতি সর্বাধিক করার প্রয়োজনে সঠিক লক্ষ্যগুলো কী হতে পারে সে সম্পর্কে পরামর্শ ও আলোচনার জন্য আমাদের সময় করে দিয়েছে। এমডিজি শূন্য ভিত্তি থেকে শুরু করে বিশ্বের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের লক্ষ্যমাত্রাগুলোর ভিত্তি রচনা করেছে। অপরদিকে, স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো (এসডিজি) এক দশকে অর্জিত শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চলার ক্ষেত্রে লক্ষ্য ভেদ করবে। এই অভিজ্ঞতা আগামী বছরগুলোতে মানব উন্নয়নের জন্য নজিরবিহীন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে।

পুষ্টির ক্ষেত্রে বর্তমান আলোচনা ও কার্যক্রম এসডিজির সময়ে উদ্ভূত কয়েকটি কৌশল ও উদ্যোগের মাধ্যমে তথ্যসমৃদ্ধ। পুষ্টি বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং তা অধিকাংশ উন্নয়ন সহযোগীর জন্য একটা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বিষয় হয়ে রয়েছে। বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ, বহু স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া ও অঙ্গীকার স্কেলিং আপ নিউট্রিশন মুভমেন্ট (২০০৯), দি গ্লোবাল নিউট্রিশন ফর গ্রোথ কমপ্যাক্ট (২০১৩), জাতিসংঘ মহাসচিবের শূন্য ক্ষুধা চ্যালেঞ্জ (২০১২) ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলনসহ (ICN2) এই ধারাকে বেগবান করছে।

পুষ্টির জন্য খাদ্য ব্যবস্থা

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লুউএইচও) যৌথ উদ্যোগে ২০১৪ সালের নভেম্বরে রোমে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলনে প্রায় ১৭০টি সদস্য দেশ পুষ্টির বহুবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমবেত হয়।

৬

সম্মেলনের দুটি ফলশ্রুতি দলিলের একটি হলো রোম পুষ্টি ঘোষণা, যাতে বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরে আগামী দশকে সেগুলো নিরসনের অঙ্গীকার করা হয়। দ্বিতীয়টি হলো কার্যব্যবস্থার একটি সম্পূরক কাঠামো, যাতে সন্নিবেশিত ৬০টি কার্যক্রম থেকে দেশগুলো জাতীয় পুষ্টি কৌশলের পথনির্দেশনা হিসেবে প্রয়োজন অনুযায়ী বেছে নিতে পারে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলনের একটি প্রধান বার্তা হলো যে, বিশ্বব্যাপী খাদ্য ব্যবস্থা দ্রুত বদলে যাচ্ছে এবং আরো জটিল হচ্ছে। কী খাদ্য উৎপাদিত হচ্ছে, এসব খাদ্য কোন মাত্রায় প্রক্রিয়াজাত হচ্ছে এবং মানুষ কীভাবে সেগুলো ভোগ করছে তার ওপর শিল্পায়ন, বিশ্বায়ন ও বাণিজ্যিকীকরণের গভীর অভিঘাত রয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্প্রদায় এই বার্তা যে কোনো সময়ের চেয়ে আরো বেশি জোরালোভাবে প্রচার করেছে। বহুলাংশে এই বার্তাটি হলো বর্তমান ভোগ ও উৎপাদনের ধরনের অভিঘাত ও স্থিতিশীলতা নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ। কৃষি উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও খুচরা বিক্রির বাণিজ্যিকীকরণ ও বিশেষায়ন বহুবিধ ধরনের খাদ্যের বছরব্যাপী প্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও তা ক্রয় সামর্থ্যের মধ্যে রাখার মাধ্যমে বিশ্ব খাদ্য ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করলেও অপুষ্টির 'দ্বিগুণ' বা তিনগুণ বোঝা ও ক্রমবর্ধমান হারে সর্বব্যাপী। আজকে অধিকাংশ দেশ ব্যাহত বৃদ্ধি, রক্তস্বল্পতা এবং / বা স্থূলত্ব ও অতিরিক্ত ওজনের মিশ্রিত দুর্ভোগকবলিত রয়েছে।

খাদ্য ব্যবস্থার ধরন পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত পরিবেশের নেতিবাচক প্রভাবগুলোর মধ্যে রয়েছে ভূমির অবনতি, পানির অস্থিতিশীল ব্যবহার, কীটনাশক ও সারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা। এগুলো কেবল কৃষিজ পরিবেশের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট অভিঘাতের জন্যই নয়, অধিকন্তু পরবর্তীতে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে গুপ্ত হনন ক্রিয়ার সংশ্লিষ্টতাসহ খাদ্য অনিরাপত্তা ও দারিদ্র্যের বর্ধিত ঝুঁকির জন্যও বড় ধরনের উদ্বেগ হয়ে দাঁড়ায়। তাই বৈশ্বিক, জাতীয় ও স্থানীয় খাদ্য ব্যবস্থার মানকে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির ফলাফলে কৃষির

অবিচ্ছেদ্য ভূমিকার প্রতিফলিত রূপ বলে ক্রমবর্ধমান হারে মনে করা হচ্ছে। ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টি অর্জন এবং স্থিতিশীল কৃষি এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যমাত্রা সংবলিত স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি)২ এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে সম্পর্কের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি। এটা এমন এক অচিহ্নিত ক্ষেত্র যেখানে বর্তমান খাদ্য ব্যবস্থা যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, সেগুলো মোকাবেলায় নজিরবিহীন সুযোগ এনে দেয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদনকারীদের ক্রমবর্ধমান সহায়তাদান, পরিবেশের স্থিতিশীলতা উন্নয়ন, উৎপাদন রীতিতে স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি এবং খাদ্যের অপচয় ও ক্ষতি কমানো।

পুষ্টির হারিয়ে না যাওয়া নিশ্চিত করা

জাতিসংঘ উন্মুক্ত কার্য গ্রুপের প্রস্তাবিত ১৭টি স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্য ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে কেবল এসডিজি২-এর মধ্যে পুষ্টির বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বস্তুত খাদ্য নিরাপত্তা ও স্থিতিশীল কৃষির প্রসঙ্গে যে পুষ্টির বিষয় গ্রথিত হয়েছে তা একটা সাফল্য। কেননা এর মাধ্যমে পুষ্টির ব্যাপারে খাদ্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকার করা হয়েছে। অধিকন্তু একই লক্ষ্যের মধ্যে পুষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষিকে একত্র করার ফলে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদন রীতি ও খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের অভিঘাতের ব্যাপারে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলনের খাদ্য নিরাপত্তার মূল সংজ্ঞায় বছরব্যাপী সবার জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের সুযোগ নিশ্চিত করার কথা থাকলেও বছর গড়ানোর মধ্য দিয়ে এই ধারণা কমতে কমতে অনেক প্রসঙ্গে মোট ক্যালরির প্রাপ্যতায় এসে ঠেকেছে। ফলে পুষ্টিকে বিস্মৃতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা প্রায়ই এখন 'খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি' নিয়ে কথা বলি।

আমরা কীভাবে নিশ্চিত করতে পারি যে এসডিজি ২-এ পুষ্টির বিষয়টি সমুন্নত রয়েছে এবং তার গুরুত্ব ম্লান হয়ে যায়নি? দুটি প্রস্তাব আছে, দুটিরই মূল ভিত্তি হলো খাদ্যের (পরিমাণ নয়) মান বিবেচনা। প্রথমত, কৃষি উৎপাদনশীলতাকে পুষ্টিঘন খাদ্যের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, দেশগুলোকে স্বীকার করতে হবে যে, কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়নের বহুবিধ প্রবেশ পথ রয়েছে। বিদ্যমান খাদ্যের পরিবেশে মান উন্নয়নের অনেক উপায় আছে। বস্তুত, কৃষি উৎপাদনে বাণিজ্যিকীকরণ ও বিশেষায়নের চলতি দ্রুত গতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক সুযোগ এখন বিদ্যমান।

প্রবেশ পথ চিহ্নিত করা

আইসিএন২ কর্মকাঠামোতে 'স্বাস্থ্যসম্মত খাবার এগিয়ে নিতে স্থিতিশীল খাদ্য ব্যবস্থার' ওপর অন্য যে কোনো অনুচ্ছেদের চেয়ে বেশি সুপারিশসহ একটি অনুচ্ছেদ

৭

রয়েছে। এসব সুপারিশের মধ্যে রয়েছে শস্য বহুবিধকরণ এগিয়ে নেয়া, জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টিভিত্তিক মান প্রতিষ্ঠা, স্থানীয় খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ জোরদার করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাবার এগিয়ে নিতে নিয়ন্ত্রণ বা স্বেচ্ছামূলক হাতিয়ার অনুসন্ধান করা। সুপারিশগুলোর বিস্তৃত আওতায় খাদ্য ও কৃষি ব্যবস্থার পুষ্টির সংবেদনশীলতা বৃদ্ধির বিভিন্ন উপায় তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কৌশল হলো বিদ্যমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক অগ্রাধিকার, রাজনৈতিক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক নীতির পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এসব বহুবিধ প্রবেশ পথের কোনটি সর্বাধিক উপযোগী হবে তা চিহ্নিত করা।

আগেরটি দেশগুলোর নিজস্ব বিবেচনার আওতায় পড়ে আর পুষ্টির অভিঘাতের ব্যাপারে নীতির যেসব ক্ষেত্রে সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সেগুলোর বিষয়ে আন্তর্জাতিক ঐকমত্য গড়ে উঠছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে : কৃষি উৎপাদন নীতি, ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার ওপর অভিঘাত সৃষ্টির কৌশল (যেমন, নগদ অর্থ স্থানান্তর, ক্রেতার জন্য ভর্তুকি), খাদ্য রূপান্তর ও ক্রেতার চাহিদা সংক্রান্ত নীতি এবং আমদানি শুল্ক বা নিষেধাজ্ঞার মতো বাজার ও বাণিজ্য ব্যবস্থা নীতি (পুষ্টির জন্য কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থা সংক্রান্ত গ্লোবাল-প্যানেল, ২০১৪)। সকল ক্ষেত্রে, খাদ্য ব্যবস্থাকে আরো পুষ্টি সংবেদনশীল করে বহুবিধ, পুষ্টিকর খাবারের প্রাপ্যতা ও ক্রয় সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য নীতিগত সহায়তাকে কাজে লাগানোর ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এই দৃশ্যপটের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো কৃষির স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির মতো পরিবেশগতভাবে সম্ভাবনাময় উৎপাদন রীতি, পরবর্তীকালে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির ওপর যার দীর্ঘমেয়াদি অনুকূল প্রভাব পড়বে।

অগ্রগতি পরিমাপ

কৃষির মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়নে নীতি ও কর্মসূচির প্রবেশ পথের নিরিখে এসডিজি ২ একটি সুপরিসর দরজা খুলে দিয়েছে। তবে পুষ্টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরিমাপক সংকীর্ণ। পুষ্টির গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের ক্ষেত্রে যেসব সূচকের মাধ্যমে সবচেয়ে ভালোভাবে অগ্রগতি নিরূপণ করা যায়, সেগুলোর ব্যাপারে এখন পর্যন্ত ব্যাপক মতৈক্য রয়েছে। জাতিসংঘ ব্যবস্থার পুষ্টি সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির (ইউএনএসসি) সমষ্টিগত সুপারিশের মধ্যে রয়েছে বিকাশ রুদ্ধতা, স্বাস্থ্যক্ষয়, অতিরিক্ত ওজন, একান্তভাবে স্তন্যদান, জন্মকালীন ওজন স্বল্পতা ও প্রজনন বয়সে নারীর রক্তস্বল্পতা। বিশ্ব স্বাস্থ্য অ্যাসেম্বলির বৈশ্বিক পুষ্টি লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি নিরূপণ ও জাতীয় বাজেটে পুষ্টিখাতে বরাদ্দের শতকরা হার হিসেবের জন্য এসব সূচক ব্যবহার করা হয় (ইউএনএসসিএন, ২০১৪)।

এগুলোর সবই এসডিজি২-এর আওতায় নেয়া হচ্ছে। ইউএনএসসিএনএর ঐকমত্যের মাধ্যমে সুপারিশকৃত সূচক সমষ্টিতে আরো যা রয়েছে তা হলো ন্যূনতম খাবার বৈচিত্র্য— নারী (এমডিডিডব্লুউ) যাতে '১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী যেসব নারী ১০টি খাদ্যগ্রুপের মধ্যে অন্তত ৫টি গ্রহণ করে তাদের শতকরা হার 'উল্লেখ করা হয়েছে (এফএনটিএ/এফএও, ২০১৪)। ব্যক্তি পর্যায়ে বয়স্কের খাদ্যের মান নিরূপণে বর্তমানে এই একটি সূচকই একমাত্র বৈধ পছন্দ। কম গ্রুপের খাবার গ্রহণকারী নারীর চেয়ে দশের মধ্যে অন্তত পাঁচটি গ্রুপের খাবার গ্রহণকারী নারীর পুষ্টি কণার প্রয়োজন পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সুস্বাস্থ্য এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে কৃষির ভূমিকার ওপর জোর দেয়ার পাশাপাশি গ্রহণ করা খাদ্যমানের ওপর আলোকপাত করার মাধ্যমে এমডিডিডব্লুউ একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক যা এসডিজি ২-এর সব উপাদানকে সংযুক্ত করেছে।

একথা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, সর্বোপরি খাদ্যভিত্তিক সূচকের বিকাশ ও বৈধকরণ পুষ্টিসংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিমাপক থেকে স্পষ্টত পিছিয়ে রয়েছে। অধিকাংশের ক্ষেত্রে এসব সূচক ১৯৭০-এর দশকের পর মূলগতভাবে পরিবর্তন হয়নি; এগুলো এখনো ক্যালরির প্রাপ্যতা ও প্রাপ্তির সুযোগ পরিমাপ করে যা উপরুল্লিখিত হ্রাসবাদী খাদ্য নিরাপত্তা দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে। বিশ্বভিত্তিতে তুলনীয়, নিয়মিতভাবে সংগৃহীত খাদ্য পর্যাপ্ততা সূচকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও প্রাপ্যতা কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থাকে উচ্চতর ও আরো বেশি স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক মানের করা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে এসডিজি২ বিপুল সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

নিবন্ধকার

আন্না লার্টে

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন অধিদপ্তরের পুষ্টি বিভাগের পরিচালক

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : এম. মনিরুজ্জামান, ফোন : ৯১৮ ৩০৮৬, ফ্যাক্স : ৯১৮৩১০৬ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: M. Moniruzzaman, Phone: 9183086 Fax: 9183106 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org